বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম

শকুর আলী মুন্সেফ পরিবার

শকুর আলী মুন্সেফ পরিবারঃ ৬ প্রজন্মের আত্মোন্নয়ন প্রচেষ্টার লেখ-চিত্র

Chunati.com
Pioneer in village based webs

আহমেদ ফরিদ

শকুর আলী মুন্সেফ পরিবারঃ ৬ প্রজন্মের আত্মোন্নয়ন প্রচেষ্টার লেখ-চিত্র

আহমেদ ফরিদ

Chunati.com
Pioneer in village based website

পাবলিকেশন, আহমেদ ফরিদ ফ্যামেলি ক্যাশ ওয়াক্ফ

লেখক পরিচিতি

জনাব আহমেদ ফরিদ পাকিস্থান সিভিল সার্ভিসের (CSP) ও বাংলাদেশের সিভিল সার্ভিসের (BCS) এর প্রাক্তন অফিসার ছিলেন। তিনি বিভিন্ন মন্ত্রনালয়ের সচিব এবং UAE তে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত হন। তিনি জাতিসংঘের প্রতিষ্ঠান UN-ESCAP, ব্যাংকক এ উপদেষ্টা ছিলেন। তিনি কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া শোনা করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে ১৯৫৭ সনে ইংরেজিতে বি. এ সম্মান ও এম. এ ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি মানারত ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির প্রতিষ্ঠাতা ভাইস-চ্যান্সেলর ছিলেন। ১৯৫২ সালে উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীর ছাত্র থাকা অবস্থায় তিনি ভাষা আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবীতে চট্টগ্রাম শহর ও মীরের সরাইয়ে তিনি মিছিল-মিটিংয়ে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন। ভাষা আন্দোলনের এ বিশেষ অবদানের জন্য তমদ্দুন মজলিস কর্তৃক 'মাতৃভাষা পদক ২০০৫' পান। শিক্ষার প্রসার ও ছাত্র ছাত্রীদের উৎসাহদানের লক্ষ্যে তিনি ও তাঁর পরিবারের সদস্য গণঃ স্ত্রী- মিসেস নুজহাত ফরিদ, মেয়ে- মুনা ফরিদ, ছেলে- আমের ফরিদ এর অনুদানে বৃহৎ অংকের টাকায় একটি ক্যাশ ওয়াকফের মাধ্যমে "আহমেদ ফরিদ স্কলারসিপ" নামে Chunati Mohila (Degree) College, Chunati High School, Chunati Mohila Madrasa এবং Chunati Hakimiah Kamil Madrasa এর মেধাবী ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে ২০০৪ সাল হতে প্রতিবছর উলেখযোগ্য হারে বৃত্তি প্রদান কার হচ্ছে। তাঁর রচিত বইগুলোর মধ্যেঃ An Encounter with Islam এবং Muslim Ummah in the Contemporary World এর নাম উল্লেখ করা যায়।

Chunati.com
Pioneer in village based website

প্রকাশক
আহমেদ ফরিদ ফ্যামেলি ক্যাশ ওয়াক্‌ফ
বাসা# ২৮/এ, রাস্তা# ১৮
সেক্টর# ০৭, উত্তরা, ঢাকা
ফোনঃ +৮৮০২ ৮৯১৬২৫৬
ই-মেইলঃ afaridbd@gmail.com

প্রথম প্রকাশ
বৈশাখ ১৪২০
এপ্রিল ২০১৩

প্রচ্ছদ ও কম্পোজ
মোঃ কবির উদ্দিন

Chunati.com
Pioneer in village based website

মুদ্রণ
একতা প্রিন্টার্স
টঙ্গী বাজার, টঙ্গী, গাজীপুর।
E-mail : sujonmd8@gmail.com

সূচীক্রম

বিষয়	পৃষ্ঠা
ভূমিকা	০১
মওলানা শকুর আলী মুন্সেফ	০৩
মুন্সেফ সাহেবের ছেলেরা	০৬
জেঠা আব্বা জনাব মখসুসুর রহমান	০৭
জেঠা আব্বর মখসুসুর রহমান এর ছেলেরা	০৭
জেঠা আব্বা জনাব মখসুসুর রহমান এর বড় ছেলে মাহমুদুর রহমান	০৮
জেঠা আব্বা জনাব মখসুসুর রহমান এর মেজ ছেলে মাশহুদউর রহমান	০৮
জেঠা আব্বা জনাব মখসুসুর রহমান এর ছেলে মসউদউর রহমান (পুতুনিয়া)	০৯
জেঠা আব্বা জনাব মখসুসুর রহমান এর কনিষ্ঠ ছেলে ভুলু	১০
চাচা আব্বা মখলুকুর রহমান	১০
চাচা আব্বা মখলুকুর রহমানের ছেলে মামসেদুর রহমান	১১
জনাব মাহবুবর রহমান (ডিস্ট্রিক্ট রেজিস্ট্রার)	১২
আব্বা মরহুম মাহবুবর রহমান এর ব্যক্তিত্ব	১২
আম্মার প্রতিভা	১৪
আব্বার সন্তানেরা	১৫
প্রফেসর হাবিবুর রহমান	১৬
সুলতানা রহমান, তাঁর কৃতিত্ব	১৮
ভাই সাহেবের ছেলেমেয়ে	১৯
শহীদ আহমেদ ওয়াহিদুর রহমান (খসরু)	১৯
আহমেদ ফজলুর রহমান (খুররম)	১৯
রুমা রহমান	২০
ড. সুলতান হাফিজ রহমান	২১
মেজভাই জনাব লুৎফর রহমান	২২
মেজভাইয়ের ছেলে মেয়ে	২৩
সেজভাই আবু এম শাহাবুদ্দীন	২৪
আহমেদ ফরিদ	২৬
আমার জীবনের কিছু উল্লেখযোগ্য ঘটনা	২৬
একাডেমিক একটিভিটিস	২৯
২টি বই রচনা	৩০
রেনাসান্স ফাউন্ডেশন	৩০
ক্যাশ ওয়াক্ফ স্কীমের বৃত্তি প্রদান	৩১
আমার স্ত্রী নুজহাত ফরিদ	৩২
আমার সন্তানরা	৩৩
আমাদের বোনোরা	৩৬
জওশন আরা রহমান (বুলবুল)	৩৬
জাহান আরা ইসলাম (জুবলী)	৩৭
বড় আপার ও ছোট আপার ছেলে মেয়ে	৩৯
আম্মা এবং ফুফু আম্মা	৩৯
ফুফু আম্মার মেয়েরা	৪০

munati.com Pioneer in village-based website

Date: 25 June 11

Graphical Presentation of the Nearest Relations

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

শকুর আলী মুন্সেফ পরিবার

শকুর আলী মুন্সেফ পরিবারঃ ৬ প্রজন্মের আত্মোন্নয়ন প্রচেষ্টার লেখ-চিত্র

আহমেদ ফরিদ

ভূমিকা

আমাদের পূর্ব পুরুষদের আদি নিবাস ছিল চুনতীর শিকদার পাড়া। জমির খাজনা আদায়কারীদের শিকদার বলা হত। শিকদাররা মোঘল সম্রাট আওরঙ্গজেবের শাসনের সময় থেকে আমলাদের খাজনা আদায়ের কাজে সাহায্য করতেন। আওরঙ্গজেবের সিপাহসালার ছিলেন মীর জুমলা। তাঁর অধীনে ছিলেন ফজর আলী খান এক হাজারীঃ সেনা কমান্ডার ও প্রশাসক। তাদের এজেন্ট ছিলেন শিকদাররা, কালু শিকদার তাদের একজন ছিলেন। তাঁর বংশধর আমানত আলী শিকদার ও গণি শিকদার প্রমুখ। আমরা তাঁদের বংশধর[১] । অর্থাৎ তাঁরা মোঘল প্রশাসন ও তাঁদের পরবর্তী ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর প্রশাসনের অধীনে কর্মরত ছিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে চুনতীতে ৩ জন অসাধারণ ব্যক্তি জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁরা হলেন- মওলানা আব্দুল হাকিম ও তাঁর ভাই নাসির উদ্দিন ডেপুটি এবং শকুর আলী মুন্সেফ। এই ৩ ব্যক্তির পুত্র-কন্যাদের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হয় ।

Chunati.com
Pioneer in village based website

---

[১]সূত্রঃ প্রোফেসর ডঃ মঈনউদ্দিন আহমদ খান, বাংলাদেশ জাতীয় গ্রন্থাগারে চুনতী ও আমাদের গোষ্ঠীর লিখিত বিবরণ (শজরাহ) মওজুদ আছে।

শকুর আলী মুন্সেফ পরিবারের এক কন্যার বিয়ে হয় নাসির উদ্দিন ডেপুটির পুত্র ফয়েজউল্লাহ খান ডেপুটির সঙ্গে। পরবর্তীকালেও এ ধরণের সম্পর্কের পুনরাবৃত্তি হতে দেখা যায়। যেমন আমার আম্মা ছিলেন ডেপুটি পরিবারের মেয়ে এবং আমার ফুপু আম্মা ছিলেন মুন্সেফ পরিবারের মেয়ে।

এই ৩ জন ব্যক্তি একেবারে ভিন্ন প্রকৃতির লোক ছিলেন। মওলানা আব্দুল হাকিম সাহেব ছিলেন একজন আলেম ও ত্যাগী পুরুষ। একজন জ্ঞানী ব্যক্তি ও একটিভিষ্ট মুজাহিদ হিসেবে তিনি শিখদের প্রতিপক্ষ উত্তর ভারতের মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধে যোগদেন ভারত আফগান সীমান্তে- বালাকোট নামক স্থানে। পায়ে হেঁটে তিনি সুদূর উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত- প্রদেশের বালাকোট পৌঁছেন। তবে এই যুদ্ধে মুসলমানদের পরাজয় হয়। দেশে ফিরে এসে তিনি সিদ্ধান্তে- আসেন মুসলমানদের যেটা বড় প্রয়োজন তা হল লেখাপড়া শিখে নিজেকে উপযুক্ত করে গড়ে তোলা। এই উদ্দেশ্যে তিনি শিক্ষকতার কাজে মনোনিবেশ করেন। নাসিরুদ্দিন সাহেব ছিলেন বনিয়াদী জমিদার ও প্রশাসনিক সেটেলমেন্ট কর্মকর্তা। অন্যদিকে শকুর আলী মুন্সেফ সাহেব ছিলেন জ্ঞানী ও সু-বিচারক। ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, আপোষহীন। মওলানা আব্দুল হাকিম শিকদার পাড়ায় স্থায়ী ভাবে বসবাস করেতেন। নাসিরুদ্দিন সাহেব সরে এসে শিকদার পাড়ার দক্ষিণ-পশ্চিমে ও শকুর আলী মুন্সেফ সাহেব উত্তর দিকে নতুন বসতি স্থাপন করেন যথাক্রমে ডেপুটি পাড়া ও মুন্সেফ পাড়ায়।

Ghunati.com
Pioneer in village based website

মওলানা শকুর আলী মুন্সেফ

শকুর আলী মুন্সেফ সাহেব ছিলেন কিম্বদন্তীর পুরুষ। তাঁর বংশধরগণ এখন সংখ্যায় অনেক। তাঁরা বিভিন্ন শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত আর নানা ধরণের কাজে বা পেশায় নিয়োজিত। তাঁদের সকলকে সমষ্টিগত একটি পরিবার হিসেব গণ্য করে এর ৬টি প্রজন্মের জীবন ধারার ওপর আলোকপাত করার চেষ্টা হয়েছে। জীবিকা অন্বেষনের নানা পথের মাঝেও একটি বিষয় পরিষ্কার, সেটি হলঃ তাঁদের প্রত্যেকের ধমনীতে একই রক্ত প্রবাহিত। এটি প্রত্যেকের পরিষ্কারভাবে উপলব্ধি করতে হবে। প্রত্যেকের মাঝে ভ্রাতৃত্ব সহমর্মিতা, সহযোগিতা ও মহব্বতের বাঁধনকে আরো দৃঢ়তর করতে হবে। কেননা কোরআন ও হাদিসে রক্তসম্পর্কের বন্ধন ছিন্ন করতে না করা হয়েছে এবং পরস্পরের প্রতি ন্যায়-বিচার করতে বলা হয়েছে।

Pioneer in village based website

এই পরিবারে সদস্যদের অর্জন অনেক। তাঁদের মাঝে আছে- বিচারক, সুফী, সাধক-সাধিকা, অর্থনীতিবিদ, প্রসাশক, কূটনীতিবিদ, ব্যবসায়ী, উদ্যোক্তা, কবি, লেখক-লেখিকা, ডাক্তার, নাবিক, কারীগর, শিক্ষক-শিক্ষিকা, আইনজীবী, ব্যাংকারস, এবং কৃষিজীবী। তাঁদের ব্যক্তিগত অর্জনকে সকলের সামগ্রীক অর্জন বলে ধরে নিতে পারলে সকলের সুখের মাত্রা বহুগুনে বেড়ে যাবে।

আধুনিক সমাজ বিজ্ঞানের জনক হিসাবে আখ্যায়িত ইবনে খলদুন বলেন যে যখন একটি গোত্র বা গোষ্ঠির মধ্যে একটি বিশেষ গুন থাকে যাকে ইবনে

খলদুন "আসাবিয়া" বা পরস্পরের সহযোগিতা ও সহমর্মিতা বলে আখ্যায়িত করেছেন, সেটি যতদিন প্রবল থাকে, ততদিন সে গোত্র বা গোষ্ঠির ক্ষমতায়ন হয়। কাল ক্রমে "আসাবিয়া" গুনটি এ গোষ্ঠি হারিয়ে ফেললে সে গোষ্ঠির অবক্ষয় হয় এবং তারা ক্ষমতা হারায়। আমাদের বর্তমান এবং আগামী প্রজন্মকে এ কথাটি মনেরেখে পরস্পরের মধ্যে বন্ধনটি দৃঢ় করার চেষ্টা করে যেতে হবে। এতে তাদের ভবিষ্যত উজ্বলতর হওয়ার সম্ভাবনা।

আম্মা বলতেন চুনতীর শিকদার পাড়ার আমানত আলী শিকদারের পুত্র গণী শিকদারের ঔরসে যে রত্ন জন্ম গ্রহণ করে তিনি হলেন শকুর আলী মুন্সেফ। তথ্যের অভাবে তাঁর পুরো জীবনী বর্ণনা করা যাচ্ছেনা। বিভিন্ন সূত্রে যা আমরা শুনেছি তার কিছুটা নীচে বর্ণনা করা গেল। তাঁর পুরানো বাড়ী ছিল চুনতীর মধ্যখানে শিকদার পাড়ায়। কর্মজীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর পুরানো বসতি ছেড়ে তিনি নতুন এলাকায় এসে বাড়ী করেন। সামনে বড় পুকুরের চারিদিকে গাছ পালা লাগান হয়। এটি এখন মুন্সেফ বাড়ী নামে পরিচিত। চুনতীতে এ রকম বাড়ী আর দেখা যায় না। শকুর আলী মুন্সেফ সাহেব একটি আদর্শ ও মহান ঐতিহ্য রেখে যান। সে আদর্শ হ'লঃ সততা, ধর্ম-প্রাণতা ও ন্যায় বিচার। তিনি যে কেবল ন্যায় বিচারক হিসেবে খ্যাত ছিলেন তা নয়, একজন সুফী-দরবেশ হিসেবেও বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। শেষের দিকে তিনি মুন্সেফ এর পদ হ'তে পদত্যাগ করে হজ্বে চলে যান। এর পর থেকে আধ্যাত্মিক সাধনায় পূর্ণ মননিবেশ করেন।

Chunati.com Pioneer in Village Based Website

আমরা ঐ মহান ব্যক্তির বংশধর। তাঁর এই উত্তরাধিকার আমাদের আমানত। এর মর্যাদা রক্ষা করা আমাদের সমবেত কর্তব্য "ফরদে কিফায়া"ঃ যা হল জ্ঞানার্জন, যোগ্যতা লাভ, সুবিচার, নৈতিকতা এবং একাগ্র আধ্যাত্মিক সাধনা। তাঁর বিচার দক্ষতার অনেক দৃষ্টান্ত- কিম্বদন্তী হিসেবে পুরুষানুক্রমে চুনতী গ্রামে ও চট্টগ্রাম শহরে প্রচলিত ছিল। এখনও চুনতীর জুমা মসজিদের সামনে তাঁর কবর জেয়ারত করে থাকেন চুনতীর সাধারণ মানুষ। চট্টগ্রাম শহরে রূমঘাটায় তিনি বাড়ী তৈরি করেন। সামনের রাস্তার নামও তাঁর নামানুসারে শকুর আলী মুন্সেফ লেন নামে পরিচিত। জনাব মুন্সেফ সাহেব পানসী নৌকায় চড়ে চট্টগ্রাম শহর হতে কর্ণফুলী ও শঙ্খ নদী পাড়ি দিয়ে ২/৩ দিন পরে আধুনগর পর্যন্ত- আসতেন। তারপর পালকী চড়ে চুনতী আগমন করতেন। চুনতীতে তিনি নতুন একটি বাড়ী নির্মান করেন ও সেখানে স্থায়ী ভাবে বসবাস করেন। সে বাড়ীতেই তিনি ইন্তেকাল করেন।

Chunati.com
Pioneer in Village-based Website

মুন্সেফ সাহেবের ছেলেরা

মাওলানা শকুর আলী মুন্সেফ সাহেবের ৬ জন ছেলে ছিলঃ

১। দলিলুর রহমান- তাঁর ছেলেদের নামঃ ওবায়দুল আলীম বা ওবায়দুল হালিম।

২। ফজলুর রহমান- তাঁর ছেলে মোঃ মুসা, মোহাম্মদ মোমেন, মোহাম্মদ হাম্মাম ও মোহাম্মদ আবদাল।

৩। সিদ্দিকুর রহমান- তাঁর তিন পুত্র মখসুসুর রহমান, মাহবুবর রহমান, এবং মখলুকুর রহমান।

৪। খলিলুর রহমান- তাঁর ছেলে কামালউদ্দিন

৫। মুসাদ্দেকুর রহমান- তাঁর ছেলে মুনতাসিরুল ইসলাম, ডাঃ নুরুল আলম, জানে আলম এবং শাহে আলম।

Chunati.com
Pioneer in village based website

৬। তসুদ্দুকুর রহমান।

তাঁর ছেলেদের ব্যাপারে আমার কাছে বেশি তথ্য নেই। তবে ছোট দাদা মুসাদ্দেকুর রহমানের ছেলেদের ব্যাপারে সামান্য তথ্য পাওয়া যায়। চাচা জনাব মুনতাসিরুল ইসলাম হেড মাষ্টার ছিলেন। চাচা নূরুল আলম ভাল ডাক্তার ছিলেন। তিনি চুনতী গ্রামে প্রাকটিস করতেন। ছোট দাদা মুসাদ্দিকুর রহমান আবকারী দারোগা ছিলেন।

জেঠা আব্বা জনাব মখসুসুর রহমান

জেঠা আব্বা সুঠাম অবয়বের ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর ছিল চাপ দাড়ী ও উন্নত নাসিকা, গায়ের রং শ্যামলা। বাড়ীতে তিনি তাঁর নিজের জমি এবং আব্বার জমি চাষাবাদ করতেন। তাঁর বাড়ীতে আমরা একদিন দুপুর বেলা ভাতের সঙ্গে দুধ ও আমের রস মিশিয়ে খেয়ে ছিলাম খুব মজা করে। তিনি খুব সাহসী লোক ছিলেন। কোন কিছুতে ভয় পেতেন না। বৃদ্ধ বয়সে শহরে চলাকালে এক ট্যাক্সি তাঁকে চাপা দিতে গেলে তিনি লাফ দিয়ে তাঁর বনেটে উঠে পড়েন। তাঁর মাথায় ও গায়ে আঘাত লাগে। কিন্তু তিনি বেঁচে যান ও হাসপাতালে চিকিৎসার পর আরোগ্য লাভ করে আমাদের মাঝে ফিরে আসেন আল্লাহর অশেষ রহমতে। আমাদের পূর্ব পুরুষ শকুর আলী মুন্সেফ সাহেব বিচার কাজের পাশাপাশি চিকিৎসা বিষয়েও উৎসাহী ছিলেন। তিনি একটি অতি উপকারী হেকিমী ঔষধ আবিষ্কার করেন যেটি "বরশ" নামে পরিচিত ছিল। জেঠা আব্বা উত্তরাধীকার সূত্রে এই "বরশ" নামের ঔষধটি তৈরি করতেন। বহু লোক দূর-দূরান্ত থেকে তাঁর বাড়ী এসে এই ঔষধ কিনত। এটি খুব উপকারী ছিল বলে এর ভাল চাহিদা ছিল। তিনি এটি বিক্রি করে ভাল অর্থ উপার্জন করতেন।

জেঠা আব্বর মখসুসুর রহমান এর ছেলেরা

জেঠা আব্বা জনাব মখসুসুর রহমান এর ৫ ছেলে। মাওলানা মাহমুদুর রহমান, মশহুদউর রহমান, মৌলানা মসউদউর রহমান, দুলু ও ভুলু।

জেঠা আব্বা জনাব মখসুসুর রহমান এর বড় ছেলে মাহমুদুর রহমান-

মাহমুদ ভাই চুনতী মাদ্রাসায় পড়া শুনা করেন। বিভিন্ন কাজ করেন শহরের নানা প্রতিষ্ঠানে। চুনতীতে তিনি প্রাণ ত্যাগ করেন। তাঁর স্ত্রীর নাম আনোয়ারা বেগম। তাঁর ১২ ছেলে মেয়ে। ৮ ছেলে ও ৪ মেয়ে।

৮ ছেলের নাম

১। শফিকুর রহমান ২। খালেদুর রহমান ৩। হামিদুর রহমান ৪। ফরিদুর রহমান ৫। ওবায়দুর রহমান ৬। মাসুকুর রহমান ৭। আফজালুর রহমান ৮। মিনহাজুর রহমান।

৪ মেয়ের নাম

১। দিলরুবা ২। দিল আরা ৩। দিল নেওয়াজ এবং ৪। দিল আফরোজ।

Chunati.com
Pioneer in village based website

জেঠা আব্বা জনাব মখসুসুর রহমান এর মেজ ছেলে মাশহুদউর রহমান-

মশহুদ ভাই অত্যন্ত- সরল ও অকৃত্রিম মোহাব্বতে আপ্লুত প্রকৃতির এবং অত্যন্ত- পরিশ্রমী লোক ছিলেন। তিনি নানা ধরনের কাজে নিজেকে নিয়োজিত রাখতেন। কিছু দিন তিনি ময়মনসিংহে ও পরে চিটাগাং হিলট্রেক্ট এ চাকুরী করেন। জমি জমাও দেখা শুনা করতেন। তিনি ৪ ছেলে ৩ মেয়ের জনক। তাঁর স্ত্রীর নাম ময়মুনা খাতুন।

ছেলে- মোহাম্মদ রহিম, মোহাম্মদ তসলিম, মোহাম্মদ শামীম, মোহাম্মদ নয়ীম।

মেয়ে- জয়নব বেগম, রোকেয়া বেগম ও শাহেদা বেগম।

তারা সবাই ভাল করেছে। রহিম চিটাগাং মেডিকেল কলেজে রেডিওলোজি ডিপার্টমেন্টে নিযুক্ত। শামীম ইঞ্জিনিয়ার। শামীম সামিট পাওয়ার কোম্পানীতে জাঙ্গালিয়া পাওয়ার প্লান্টের প্রোজেক্ট ম্যানেজার। তসলিম ও নয়ীম ওজিহ ওয়াশিং প্লান্টের মালিক।

মশহুদ ভাইয়ের স্ত্রী ময়মুনা ভাবীর ছেলে মেয়েদের ভাল মানুষ করার প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়। এই ছেলেরা আমাদের পুকুর পাড়ের পঞ্জেগানার সংস্কার ও সম্প্রসারণ করেছেন। পুরানো বড় পুকুরটারও সংস্কার ও সংরক্ষণের কাজও করেছেন। আত্নীয় স্বজন যাদের সাহায্য করা দরকার তাদের সহায়তা দানের জন্য আমার সঙ্গে পূর্ণ সহযোগিতা করেন। নয়ীম এর মাধ্যমে আমার সাহায্য প্রতি বছর রমযানে পাঠান হয়। রহিমের মাধ্যমে চুনতী এতিমখানার জন্য প্রতি বছর ৫০০০ টাকা হিসেবে পাঠান হয়।

Chunati.com
Pioneer in village based website

জেঠা আব্বা জনাব মখসুসুর রহমান এর ছেলে মসউদউর রহমান (পুতুনিয়া)-মওলানা মসউদউর রহমান এবং আমি সমসাময়িক। ছোট বেলায় আমরা অনেক সময় এক সঙ্গে কাটিয়েছি। পুকুর পাড়ের তাল গাছ থেকে পাকা তাল ঝরে পড়লে আমরা কে তা আগে পারে তার জন্য দৌড়াদৌড়ি করতাম। মসউদ চুনতী মাদ্রাসা থেকে জমাতে উলা পাশ করেন। তার পর তিনি প্রাইমারী শিক্ষার জন্য নিজেকে তৈরী করেন। বেশ কিছু দিন তিনি কলাউজান প্রাইমারী স্কুলে প্রাথমিক শিক্ষকের কাজ করেছিলেন। তিনি চুনতীর পুরান বাড়ীর একদিকে থাকতেন। সৎ, মৃদুভাষী ও সরল ব্যক্তি ছিলেন।

তাঁর ছেলেকে মাদ্রাসায় পাঠানোর পরিবর্তে জেনারেল লাইন/বিজ্ঞানের লাইনে পড়া শোনার জন্য পাঠান। তারা বাপের উপযুক্ত সন্তান প্রমাণ করেছে নিজেদের। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় কয়েক বছর আগে তিনি মুখের ক্যানসারে মারা যান। এটি আমাকে খুব দুঃখ দিয়েছে।

মওলানা মসউদউর রহমান এর ৫ ছেলে মেয়ে। ৩ ছেলে ও ২ মেয়ে।
ছেলে- এ. এইচ. এম. নোমান, মোহাম্মদ এমরান, মোহাম্মদ লোকমান।
মেয়ে - লুৎফুননেসা ও কামরুননেসা।

জেঠা আব্বা জনাব মখসুসুর রহমান এর কনিষ্ঠ ছেলে ভুলু

দুঃখের বিষয় তিনি এখন দৃষ্টি শক্তি হারিয়ে ফেলেছেন। পরিবারের সকলের উচিৎ ভুলুকে সব রকম সহায়তা দেওয়া যদিও ভুলু ভাই এর ছেলে তারিক রহমান যথাসাধ্য তাঁর পিতার দেখা সাক্ষাৎ ও যত্ন করেন।

Chuadanga.com
Pioneer in village based website

চাচা আব্বা মখলুকুর রহমান

চাচা আব্বা খুব ভাল মানুষ ছিলেন। তাঁর মুখে গুছি দাড়ী ছিল। তিনি নানা টেকনিক্যাল কাজে ভাল ছিলেন। বন্দুক মেরামত ও এর বাঁট তৈরী করতেন অবিকল বিলাতী বন্দুকের মত করে। বহু লোক এ জন্য তাঁর কাছে আসত। সদাশয় স্নেহ প্রবণ ব্যক্তি হিসেবে তিনি পরিচিত ছিলেন। পরে তিনি আমাদের পুরান বাড়ী থেকে বেরিয়ে এসে কাছের পাহাড়ের ওপর একটি সুন্দর বাড়ী

তৈরী করেন। এখন সেই বাড়ীতে চাচাত ভাই আলো মাষ্টার পোল্ট্রি ফার্ম স্থাপন করেছেন।

চাচা মরহুম মখলুকুর রহমান এর বড় মেয়ে মুকাদ্দেসা, ছেলে আলো এবং ছোট মেয়ে ছায়া।

চাচা আব্বা মখলুকুর রহমানের ছেলে মামসেদুর রহমান (আলো মাষ্টার)

ফাজিল ডিগ্রী পান চুনতী মাদ্রাসা হতে ১৯৬০ সালে। অতি পরিশ্রম করে একক চেষ্টায় বি এস সি পাস করেন সাতকানিয়া কলেজ থেকে। বি এড করেন চিটাগাং বি এড কলেজ থেকে। তার পর এ্যাসিস্টান্ট টিচার হিসাবে কেরিয়ার শুরু করেন এবং এ্যাসিস্টান্ট হেড মাষ্টার হিসেবে ২৪ বছর শিক্ষকতা করেন। ২০০৩ সনে তিনি শিক্ষকতা জীবন হতে অবসর গ্রহণ করেন। অবসর গ্রহণের পর তিনি একটি পোল্ট্রি ফার্ম স্থাপন করেন ও খুব কৃতিত্বের সঙ্গে সেটি চালিয়ে যাচ্ছেন। এটি একটি ভিন্ন ধরণের কাজ। এটি তাঁর কার্য ক্ষমতার পরিচায়ক।

Chunati.com
Pioneer in village based website

আলো মাষ্টারের ছেলে মেয়ে

আলো মাষ্টারের ৪ ছেলে ও ৩ মেয়ে। ১ম পক্ষ সামসুদর রহমান (বি কম), দিলশাদ (বিবাহিত), রাহেলা (বি এস সি, বি এড) শিক্ষিকা, সাকেবা (এম এসসি বোটানি এবং এম বি এ) স্টান্ডার্ড চার্টাড ব্যাংকের জুনিয়র অফিসার। ২য় পক্ষ এখলাসুর রহমান, এমদাদুর রহমান, এরশাদ।

জনাব মাহবুবর রহমান (ডিস্ট্রিক্ট রেজিস্ট্রার)

আব্বা মরহুম মাহবুবর রহমান এর ব্যক্তিত্ব

আব্বা এবং আম্মা অসাধারণ পিতা মাতা ছিলেন। মরহুম আব্বাজান অত্যন্ত শক্তিশালী ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। আব্বা মাদ্রাসা শিক্ষার বিকল্পে ইংরেজী-বাংলা মাধ্যমে পড়া শুনা করেন। চাকুরী জীবনে তিনি সাবরেজিষ্ট্রার পদে বিভিন্ন স্থানে নিয়োজিত ছিলেন। তাঁর কর্মক্ষমতার স্বীকৃতি স্বরূপ তিনি চট্টগ্রামের ডিষ্ট্রিক্ট রেজিষ্ট্রেরের পদে পদোন্নতি লাভ করেন। তিনি সাহেবদের মত পোষাক পরতেন বটে কিন্তু খাঁটি ধর্মপ্রাণ মুসলমান ছিলেন। তিনি কোন দিন নামাজ ক্বাজা করতেন না। প্রতিদিন ভোরে সুললিত কণ্ঠে কোরান তেলাওয়াত করতেন।

Chunati.com
Picturesque village based website

আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার ফলে চুনতীর সমাজে তাঁর বিশেষ প্রভাব বিস্তৃত হয়। তিনি আধুনিক শিক্ষার ও ধর্মীয় শিক্ষার সহ অবস্থান ও সমন্বয়ে বিশ্বাসী ছিলেন। এক সময় তিনি চুনতী হাকিমিয়া কামেল মাদ্রাসার জেনারেল সেক্রেটারীর দায়িত্ব পালন করেন। তঁকে হাকিমিয়া মাদ্রাসার স্থপতি বলা যায়। সন্তাদের উচ্চ শিক্ষা দানের জন্য তিনি উদ্যোগী ছিলেন। অবসর গ্রহণের পরেও চন্দন পুরার "গুলে জার বেগম বালিকা বিদ্যালয়" এর গভর্নিং বডির এক সভা শেষে বাড়ী ফেরার সময় তাঁর স্ট্রোক হয়। এভাবে কর্মব্যস্ত-অবস্থায় আব্বা ইন্তেকাল করেন। চুনতীর সমাজ ব্যবস্থার আধুনিকায়নে আব্বাজানের অবদান অপরিসীম। রক্ষণশীলতার বলয় ভেদ করে চুনতীর সমাজ এখন অনেক অগ্রগামী । তিনি এই আধুনিকতার অন্যতম অগ্রপথিক ।

আব্বার অন্যতম গুণ ছিল জনসেবার প্রবণতা । লোহাগড়ায় তাঁর প্রস্তাব অনুযায়ী জেলা কাউন্সিলের দাতব্য চিকিৎসালয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়। একসময় আমাদের এলাকায় সাইক্লোন হয়। তাতে জামে মসজিদের বারান্দার টিনের ছাউনি উড়ে যায়। আব্বা তাড়াতাড়ি আমাদের সামনের কাচারির টিন মসজিদের বারান্দায় লাগানোর নির্দেশ দেন। তিনি বলেন আগে মসজিদের বারান্দায় টিন লাগানো হোক। নিজের কাচারির টিন পরে লাগানো যাবে।

সেকালে ভাল যোগযোগ ব্যবস্থা ও পাকা রাস্তাঘাট ছিল না। কাঁচা সরু রাস্তা বেয়ে আমাদের সামনের পুকুর পাড় দিয়ে দূরদূরান্তের পথ পার হয়ে পায়ে হেঁটে লোকজন চলাচল করত। আব্বা তাদের বিশ্রামের জন্য কলসি ভরা পানীয় জল ও বিশ্রামের জন্য বিশ্রামাগার "চেরান ঘর" তৈরি করে দেন। পরবর্তী কালে আব্বার এ ঐতিহ্য বজায় রাখার জন্য পুকুর পাড়ের ছোট নামায খানাকে পাকা করার ব্যবস্থা করা হয়। সেজন্য আমি চাচা মন্তাসিরুল ইসলাম সাহেবকে ৫০০০ হাজার টাকা পাঠাই ব্যাংকক হতে। বাকি টাকা আত্মীয়স্বজনরা চাঁদা তুলে সেই মসজিদ পাকা করেন।

Chunati.com
Pioneer in village based website

বর্তমানে আমাদের ভাতিজা মশহুদ ভাইয়ের ছেলেরা সেটিকে আরও অনেক সম্প্রসারিত করেছেন। তাঁরা পুকুর পাড় ও পরিবেশেরও সংস্কার করেছেন। আমাদের পরদাদার খনন করা এই পুকুরের পশ্চিম পাড়ে বোন জৌশন আরা রহমান (বুলবুল) সোস্যাল ওয়েল ফেয়ার ডিপার্টমেন্ট এর মাধ্যমে একটি টিউবয়েল স্থাপন করেন।

আব্বার দৃষ্টান্ত মুনসেফ পরিবারের জনসেবা ঐতিহ্যের পরম্পরায় আমি স্থানীয় প্রসাশন ও উপজেলা কর্তৃপক্ষের সাহায্য নিয়ে কিছু জন কল্যাণ মূলক কাজে উৎসাহ দেওয়ার উদ্যোগ নেই।

কয়েকটি কালভার্ট নির্মানি, হাতিয়া খালের উপর পুল নির্মান ও সামনের কাঁচা রাস্তাটিতে ইট বিছানো এবং শকুর আলী মুনসেফ বাজারের দোকানের সামনে ইট বিছানো তার মাঝে অন্যতম বলে গণ্য করা যায়। চট্টগ্রাম জেলার কর্মকর্তাগণ ও উপজেলা পরিষদ এ ব্যাপারে বিশেষ কৃতিত্বের দাবিদার। চুনতী হাই স্কুলের উন্নয়নে জেলা প্রসাশন অনেক সহযোগিতা দেন। মহিলা কলেজের অনুমোদন লাভের জন্য আমার অনুরোধে শিক্ষা বিভাগের উচ্চ কর্মকর্তা আকন্দ সাহেব কলেজের স্থপতি প্রিন্সিপাল জনাব দীন মুহাম্মদ মানিক সাহেবকে কলেজ স্থাপনে পূর্ণ সহযোগিতা ও সাহায্য করেন।

Chunati.com
Pioneer in village based website

আম্মার প্রতিভা

আম্মাজান খুব প্রতিভাময়ী এক অসাধারণ মহিলা ছিলেন। তিনি বাড়ীতে বসে গৃহশিক্ষকের কাছে লেখাপড়া শিখেন। তিনি বাংলা ভাষা এবং বাংলা সাহিত্যে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি অর্জনে সফল হন। তাঁর লাইব্রেরীতে বাংলার কবি ও সাহিত্যিকদের অনেক উল্লেখ যোগ্য রচনার সংগ্রহ ছিল। রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল ইসলামের কবিতা তিনি অনায়াসে আবৃত্তি করে যেতে পারতেন। তিনি নিজেও কবিতা লিখতেন। কলকাতার মাসিক মুহাম্মদিতে প্রকাশিত তাঁর কয়েকটি কবিতা আমি নিজে দেখেছি। তিনি অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায় একটি বাংলা মৌলুদ

শরিফ এর বই রচনা করেন। এর ভাষা শৈলি অনবদ্য ছিল। বইটি তাঁর আধ্যাত্মিক সাধনা ও সাহিত্য প্রতিভার জলন্ত-স্বাক্ষর। আম্মাকে সবাই খুব শ্রদ্ধা করতেন। চুনতীর শাহ্ সাহেব হুজুর হযরত হাফেজ আহমদ সাহেব হুজুর শ্রদ্ধার সঙ্গে আম্মাকে সম্বোধন করতেন।

তাঁর কাছে নজরুল ইসলাম এর রচিত ও অব্বাস উদ্দিন আহমদের গীত প্রায় সমস্ত- ইসলামী গানের রেকর্ড ও মওজুদ ছিল। দুষ্প্রাপ্য রচনা-বলি- যেমন বাংলায় অনুদীত আল গাজলীর "সৌভাগ্য স্পর্শ মনি" কবি হাফিজের কবিতাবলী ও বড় পীর সাহেবের "কুসিদা " ও মৌলানা জালাল উদ্দিন রুমির "মসনবী" এর কপি আম্মার বিবিধ সংগ্রহের মধ্যে ছিল। এসব তাঁর সুফী সাধনার সহায়ক ও প্রেরণার উৎস ছিল। পরিবারের কোন কোন সদস্য অনেক সময় আম্মার প্রতিভা ও আধ্যাত্মিক অর্জনকে মূল্যায়ণ করতে সমর্থ হননি। তবে অনেক মনিষী- যার মাঝে ছিলেন মওলানা আকরাম খান এবং খান বাহাদুর আহসান উল্লাহ আম্মার সঙ্গে ধর্ম ও আধ্যাত্মিক বিষয়ে মত বিনিময়ের জন্য আমাদের বাড়ী এসে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে গেছেন।

Chunati.com
Pioneer in village based website

আব্বার সন্তানেরা

আমরা ৮ ভাইবোন- বড় ভাই হাবিবুর রহমান, বড় আপা হুসনুন নাহার, মেজো আপা নুরুন নাহার, মেজভাই লুৎফর রহমান, সেজভাই শাহাবুদ্দিন, আহমেদ ফরিদ, জওশন আরা, ও জাহানারা। বর্তমানে আমরা ৪ জন বেঁচে আছি।

মেজ ভাই লুৎফর রহমান, আমি আহমেদ ফরিদ, জওশন আরা রহমান (বুলবুল) ও জাহান আরা ইসলাম (জুবলী)।

প্রফেসর হাবিবুর রহমান

প্রফেসর হাবিবুর রহমান আমাদের পরিবারের উজ্জ্বলতম নক্ষত্র ছিলেন। বরাবর পরীক্ষায় ভাল করতেন। ঢাকা ইউনিভার্সিটির বি এ অনার্স পরীক্ষায় ইকনমিক্স এ ফ্রাস্ট ক্লাস ফার্স্ট পান। এম এ পরীক্ষায়ও অনুরূপ রেজাল্ট লাভ করেন। উল্লেখ্য তিনি কর্নফুলি নদী ও শঙ্খ নদীর দক্ষিনের এলাকায় প্রথম মুসলিম ছাত্র যিনি এই কৃতিত্বের অধিকারী হন । এর স্বীকৃতি হিসাবে চুনতীর সকল আত্মীয় স্বজন দোহাজারি এবং আমিরাবাদ পর্যন্ত- এগিয়ে গিয়ে বড় ভাই সাহেবকে উষ্ণ সংবর্ধনা দিয়ে চুনতী নিয়ে আসেন।

Chunati.com
Pioneer in village based website

আব্বা তাঁর সম্মানে আমাদের মুন্সেফ বাড়ীতে এক বড় টি পার্টির আয়োজন করেন। বড় ভাই তারপর চিটাগাং গভর্মেন্ট কলেজের লেকচারার নিযুক্ত হন। পরে তিনি প্লানিং কমিশনের ইকনমিক্স সেকশনের প্রধান হন এবং আমেরিকার ভ্যান্ডারবিল্ট বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করেন। বড় ভাই সাহেবের সঙ্গে বিয়ে হয় পশ্চিম চুনতীর জনাব আজমউল্লাহ সাহেবের কন্যা সুলতানা বেগম এর সঙ্গে।

আমি আনুমানিক ৬-৭ বছর বয়স কালে আব্বা আম্মার সঙ্গে বড় ভাবীকে তাঁর বিয়ের আগে দেখতে যাই। জনাব আজমউল্লাহ সাহেব অবসর প্রাপ্ত পুলিশ

ইনস্পেক্টর ছিলেন। বড় ভাবী অত্যন্ত- সুদর্শনা এবং গুণী মহিলা ছিলেন। জীবনে অনেক দুঃখ সহ্য করেছেন তিনি। অসময়ে বড় ভাইকে হারানোর মর্মান্তিক শোক সামলে নিয়ে তাঁর ৪ জন ছেলেমেয়েকে মানুষ করতে সমর্থ হওয়া সহজ ব্যাপার ছিল না। তাঁকে আমি শেষবারের মত ইউনাইটেড হসপিটালে দেখতে যাই। হাঠৎ তিনি আমাদের সবাইকে ছেড়ে চলে গেলেন।

আমাদের বড় ভাই হাবিবুর রহমান ক্ষণজন্মা পুরুষ ছিলেন । তিনি একাধারে মেধাবী ছাত্র, সফল শিক্ষাবিদ , আদর্শপুত্র, আদর্শ ভাই, স্বজ্জন ব্যক্তি, আদর্শ স্বামী, আদর্শ পিতা ও পরিবারের সকলের সুখ দুঃখের সাথী ছিলেন। পরিবারের এমন কোন লোক নেই যাকে তিনি কোননাকোন ভাবে সাহায্য করেননি বা প্রভাবিত করেননি।

Ehunati.com
Pioneer in village based website

আব্বার পেনশন জীবনে তিনি আব্বাকে কেবল আর্থিক সহায়তা দিয়ে ক্ষান্ত হননি। বরং আব্বা আম্মার চিকিৎসা সহ তাদের সার্বিক সুবিধা ও আরাম আয়েশের ব্যবস্থার জন্য অক্লান্ত- প্রয়াস করে গেছেন। তাঁর আমন্ত্রনে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট সহ অনেক আইসিএস অফিসার ও অন্যান্য বড় কর্মকর্তারা আমাদের বাড়ী এসেছেন। তাঁর প্রতিভা ছিল বহুমুখী। তিনি কেবল অর্থনীতিবিদ ছিলেন তা নয়। সমাজনীতি, রাজনীতি, পরিকল্পনা ব্যবস্থাপনা, ইতিহাস, ঐতিহ্য এবং ধর্ম বিষয়েও গভীর ও জ্ঞান রাখতেন। তার মাঝে সুকুমার বৃত্তি ও মনন শীলতার সমন্বয় দেখা যায়। তিনি ভাল সেতার বাজাতেন। আমেরিকার টেনেসী ষ্টেটের ভেনডারবিল্ট ইউনিভার্সিটি বৃত্তিলাভের পর ফিরে এসে তিনি

তৎকালীন পরিকল্পনা (প্লানিং) কমিশনার জেনারেল ইকনমিক্স সেকশন চীফ হিসাবে পদোন্নতি লাভ করেন। তিনি একটি বই লেখেন সে বই এর নাম ছিল "Growth Models and Pakistan."

এই পদে কাজ করার সময়ে তিনি ১৯৬০ সনে করাচীতে হার্ট এটাকে ইন্তেকাল করেন। হাবিবুর রহমান আমার 'রোল মডেল' ছিলেন। বড় ভাই সাহেব আমাকে অনেক দিক দিয়ে প্রভাবিত করেন। তিনি আমাকে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় অংশ নিতে উপদেশ দেন।

সুলতানা রহমান, তাঁর কৃতিত্ব

ভাই সাহেবের মৃত্যুতে তাঁর পরিবার বিপর্যস্ত- হয়ে যায়। তাঁর মরদেহ করাচী হতে চট্টগ্রামে নিয়ে এসে মল্লাহ সাহেবের তাকিয়ার কাছে তাঁকে সমাহিত করা হয়। ভাবী করাচীর সরকারী বাসভবন ছেড়ে তাঁর ৪ ছেলে মেয়ে নিয়ে আমাদের রুমঘাটার পুরান বাড়ীতে আসেন। পরে তাঁর জন্য একটি বাড়ী তৈরি করা হয়। ভাবী অত্যন্ত- ধৈর্য ও সাধনার সংঙ্গে ছেলে মেয়ে মানুষ করার কঠিন দায়িত্ব পালন করেন। আল্লাহর রহমতে তিনি সফল হয়েছেন। ভাই সাহেবর সততা ও নৈতিকতার জন্য আল্লাহ তাঁর পরিবারকে সাহায্য করেন। তাঁর ছেলে মেয়েরা জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত ও অত্যন্ত- সফল জীবন যাবন করছেন। ভাবীর সাধনা ও অক্লান্ত- প্রচেষ্টা তার ভিত্তি স্থাপন করে। তিনি বিপুল কৃতিত্বের দাবীদার।

Chunati.com
Pioneer in village based website

ভাই সাহেবের ছেলেমেয়ে

ভাই সাহেবের ছেলে মেয়ে ৪ জন ।

১। শহীদ আহমেদ ওয়াহিদুর রহমান (খসরু)

আহমেদ ওয়াহিদুর রহমান (খসরু) শৈশবে চট্টগ্রামের সেন্ট প্লাসিড স্কুলে পড়েন। উদীয়মান তরুন প্রতিভাঃ নানা ধরনের এন্টার প্রেনিউরশিপ দেখিয়েছিলেন। তাঁর অন্যান্য প্রকল্প পরিচালনার একটি ছিল ডাইরেক্টর, তৈয়ব আশরাফ টেক্সটাইল মিলস। ১৯৭১ এর মুক্তি যুদ্ধের সময় এই সাহসী তরুন শহীদ হন এপ্রিল মাসে। অতি জন প্রিয় তরুন খসরু অত্যন্ত আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন ফর্সা, দীর্ঘকায়ী, উন্নত নাসিকা, উজ্জ্বল দৃষ্টি ও বলিষ্ঠ দেহধারী।

Chunati.com
Pioneer in village based website

২। আহমেদ ফজলুর রহমান (খুররম) শৈশবে চট্টগ্রামের সেন্ট প্লাসিড স্কুলে পড়েন। তার পর চট্টগ্রাম কলেজ থেকে এইচ.এস.সি পাস করে যখন তিনি চট্টগ্রাম কলেজ এ বি.এ পড়ছিলেন তখন সুযোগ আসে তৎকালীন Pakistan International Airline এ যোগ দেওয়ার। প্রথমে করাচীর PIA Flying Academy for Pilot Training এ যোগ দেন। পরে PIA Flying Academy করাচী থেকে তিনি গ্র্যাডুয়েশন করেন ১৯৭১ সালে। পাশ করার পর বাংলাদেশী গ্র্যাডুয়েটদের প্লেইন উড়ান নিষিদ্ধ করা হয় PIA কর্তৃপক্ষরে নির্দেশে। এ অবস্থায় ১৯৭২ এ তিনি জেলে নৌকায় চড়ে গোপনে করাচী থেকে দুবাই চলে যান ১৯৭২ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে।

স্বাধীনতা লাভের পর সরকার বাংলাদেশ বিমান গঠন করেন। আহমেদ ফজলুর রহমান (খুররম) ১৯৭২ সনে বাংলাদেশ বিমানে পাইলট হিসাবে যোগ দেন। ১৯৭২ সন এ সময় থেকে ২০০৪ সন পর্যন্ত- ক্যাপটেন আহমেদ ফজলুর রহমান পাইলট হিসেবে DC-১০ সহ সব ধরনের বিমান চালান।

২০০৫ সনে তিনি অবসর গ্রহণ করেন। তার পর বাংলাদেশ Flying Club এর Instructor এর দায়িত্ব পালন করেন। বর্তমানে অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসাবে তিনি এর Secretary General এর দায়িত্ব পালন করে চলছেন। আহমেদ ফজলুর রহমান (খুররম) এর স্ত্রী সেলিনা রহমান নিপুন গৃহিনী। অত্যন্ত কৃতিত্বের সাথে তিনি ছেলে মেয়েকে গড়ে তোলেন। তাঁদের ২ সন্তান। ছেলে আম্মার রহমান আমেরিকায় লেখা পড়া পর এখন ঢাকায় Investment Banker হিসাবে কাজ করছেন। মেয়ে আমরিন Graphics এ উচ্চ শিক্ষা লাভ করেন সিংগাপুর ও লন্ডনে। তিনি ও তার স্বামী এখন সিংগাপুরে কর্মরত।

৩। রুমা রহমান ভাই সাহেবের উপযুক্ত মেয়ে। তিনি চিটাগাং কলেজ থেকে ইকোনমিক্স এ অনার্স সহ গ্র্যাডুয়েশন করেন। এবং চিটাগাং ইউনিভার্সিটি থেকে মাষ্টার্স ডিগ্রী লাভ করেন। বর্তমানে রুমা ও তাঁর স্বামী শফিউল্লাহ চৌধুরী বিলাতে বসবাস করছেন। তাঁদের ৩ মেয়ে। ১ জন Lawyer এবং ২য় জন ডাক্তার, বিলাতে কাজ করছেন।

৪। ড. সুলতান হাফিজ রহমান চট্টগ্রাম ফউজদার হাট ক্যাডেট কলেজ থেকে ১৯৬৭ সালে এস.এসসি এবং চট্টগ্রাম গভারনমেন্ট কলেজ থেকে. ১৯৬৯ সনে এইচ.এসসি পাশ করেন। তিনি ১৯৭২ সনে ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে অর্থনীতিতে বিএ অনার্স করেন। ছাত্র হিসেবে বরাবর তাঁর অতি উন্নতমানের রেকর্ড ছিল। এর পর আমেরিকার ভ্যান্ডারভিল্ট ইউনিভার্সিটি থেকে এমএ কোর্সে সর্বচ্চ স্থান অধিকার করেন। তারপর তিনি আমেরিকার স্টানফোর্ড ইউনিভার্সিটি থেকে এমএ এবং অর্থনীতিতে পিএইচডি করেন।

কর্ম জীবনে প্রথমে তিনি বাংলাদেশ ইনিসটিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট স্টাডিস (বিআইডিএস) এ সিনিয়র ফেলো হিসেবে কাজ করেন। তারপর ১৯৯২ সনে এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকে (এডিবি) যোগদেন এবং পরে সাউথ এশিয়ার ডিরেক্টর জেনারেল এবং ডিরেক্টর জেনারেল পেসেফিক ডিপার্টমেন্ট পদে নিযুক্ত হন। এখানে তিনি নেতৃত্ব দেন এবং তত্ত্বাবধায়ক এর দায়িত্ব পালন করেন দক্ষিণ এশিয়া এবং দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশ ভিত্তিক এবং সেক্টর ভিত্তিক অর্থনৈতিক পলেসি ইসুজ এবং অঞ্চল ভিত্তিক আঞ্চলিক অর্থনীতিক প্রোগ্রামস সমুহে। তাঁর কাজের ক্ষেত্র অনেক দেশ সর্ম্পকিত ছিল যেমন কম্বোডিয়া, থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম, মালেএশিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া, ইন্দোনেসিয়া, কাজাকিস্তান, আফগানিকাস্তান, ভারত, পাকিস্তান, নেপাল, ভুটান, শ্রীলঙ্কা, মালদ্বীপ এবং বাংলাদেশ। তদুপরি ছিল ১৪ টি প্রশান্ত মহাসাগরিয় দ্বীপ রাষ্ট্র।

Chhati.com

দক্ষিণ এশিয়ার ডাইরেক্টর জেনারেল হিসেবে তিনি এই সব দেশের সবচেয়ে বড় সাহায্য প্রকল্প পরিচালনা করেন। তিনি প্রথম দক্ষিণ এশিয়ার নাগরিক যিনি এডিবির ডাইরেক্টর জেনারেলের পদে নিযুক্ত হন। তিনি অন্যতম বাংলাদেশী যিনি কোন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সু-উচ্চ পদ অধিকার করেন। অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে এসব কর্মকান্ড পরিচালনার পর ২০১২ সনে এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক থেকে তিনি অবসর গ্রহণ করেন এবং ঢাকায় ফিরে আসেন।

তাঁর অন্যান্য উল্লেখযোগ্য পরিচয় এর একটি হলঃ হাফিজ একজন মুক্তি যোদ্ধা ছিলেন। ১৯৭১ সনে তিনি ঢাকায় পাক আর্মির হাতে গ্রেফতার হন ও নির্যাতন ভোগ করেন। হাফিজের স্ত্রী জাকিয়া রহমান একজন বিদুষী মহিলা এবং পদার্থবিদ্যায় কৃতি ছাত্রী। মেয়ে সাবা Lawyer এবং ছেলে ফাহিম রহমান একজন Investment Banker.

মেজভাই জনাব লুৎফর রহমান

মেজভাই জনাব লুৎফর রহমান। মেজ ভাইয়ের মধ্যে একটি আকর্ষণীয় শক্তি আছে। ছোট বেলা থেকেই সবাই তাঁর দিকে আকৃষ্ট হতেন। এটি তাঁর একটি বড় গুণ। তদুপরি মাইজজ্যার বেশ অরিজিনালিটি আছে। আমরা আমাদের শৈশব ও কৈশোর থেকেই তাঁকে খুব ভালবাসতাম । তিনি আব্বার সঙ্গে সাতকানিয়া ও ফাতেহাবাদ চলে যান স্কুলে ভর্তি হতে। তিনি ভাল ছাত্র ছিলেন ।

আই এ পরীক্ষায় ফার্ষ্ট ডিভিশনে উত্তীর্ণ হয়ে তিনি ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হন এবং সলিমুল্লাহ মুসলিম হল থেকে পড়াশোনা করে ১৯৪৯ সনে বি. কম ডিগ্রী লাভ করেন। তারপর কর্মজীবনে প্রবেশ করেন। পরিবারের অনেকে চাকুরীজীবি, কিন্তু মাইজজ্যা স্বাধীন ব্যবসায়ের পথ বেশী পছন্দ করলেন। তিনি মডেল ড্রাগ স্টোর নামে প্রথমে একটি ওষুধের ফার্মেসী দেন। পরবর্তীতে তিনি লিবার্টি প্রিন্ট্রার নামে একটি অত্যাধুনিক প্রেস স্থাপন করেন। এই প্রজেক্টে সেজ ভাই, তাঁর সঙ্গে এক যোগে কাজ করেন। মাইজজ্যা রুমঘাটা এলাকার সবচেয়ে প্রভাবশালী ব্যক্তি। আমরা সবাই তাকে মেনে চলতাম । তাঁর স্ত্রী খালেদা ভাবী অমায়িক ও সদাশয়ী মহিলা ছিলেন। তাঁর (খালেদা ভাবীর) অকাল মৃত্যু আমাদের সকলের জন্য একটি মর্মান্তিক, শোকাবহ ঘটনাছিল। তাঁর (মাইজজ্যা) পরবর্তী স্ত্রীরেনু ভাবীও ভাল মানুষ।

মেজভাইয়ের ছেলে মেয়ে

মেজভাইর ছেলে মেয়ে সবাই শিক্ষিত। ডাঃ সাদেক সাইফুর রহমান (স্বপন) ১৯৮০ সনে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হতে এমবিবিএস পাশ করেন। পরে FCPS করেন। চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হসপিটালে সাবেক এসোসিয়েট প্রফেসর অব সার্জারী পদে অধিষ্টিত। বর্তমানে আগ্রাবাদ মা ও শিশু হাসপাতাল ও মেডিকেল কলেজে প্রফেসর অব সার্জারী পদে অধিষ্টিত আছেন। ভাল শিক্ষক ও চিকিৎসক হিসাবে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছেন।

মাইজজ্যার ৩ মেয়ে চন্দন, নন্দন, ও কানন।

ফেরদৌসী রহমান (চন্দন) ১৬ বছর শিক্ষকতা করেন ঢাকার স্কলাষ্টিকা স্কুলে। বর্তমানে আছেন সানবীমস্ স্কুলে। বাংলাদেশ টিভি ও রেডিও তে গান করেন। সানজিদা রহমান (নন্দন) বি এস এস, ১০ বছর শিক্ষকতা করেন স্কলাষ্টিকা স্কুলে এবং বর্তমানে অষ্ট্রেলিয়ান ইন্টারন্যাশনাল স্কুলে শিক্ষকতা করছেন এবং সঙ্গীত চর্চা করেন। শারমিন রহমান (কানন) ইংরেজীতে এম এ করেন। ডি পি এস এসটিএস স্কুলে হেড অব কালচারাল ডিপার্টমেন্ট হিসেবে কাজ করেছেন। বর্তমানে চট্টগ্রামে একটি প্রাইভেট ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে ইংরেজীর শিক্ষক হিসেবে কর্মরত আছেন।

সেজভাই আবু এম শাহাবুদ্দীন

আবু এম শাহাবুদ্দীন (বাদশা মিঞা) সেজভাই এর অকাল প্রয়াণ আমাদের জন্য একটি মর্মান্তিক ঘটনা। আমার বিশ্বাস হয়না তিনি আমাদের মাঝে আজ আর নেই। সেজ ভাইয়ের অনেক স্মৃতি আমাকে ঘিরে থাকবে। আমরা পিঠা পিঠি ছিলাম। ছোট বেলায় এক সাথে খেলতাম। অনেক আশা আকাঙ্ক্ষা একত্রে পোষন করতাম । আমরা দুজনের মাঝে একটি গভীর একাত্মতার বাঁধন ছিল। তিনি খুব রসিক লোক ছিলেন তাঁর রসিকতা সকলে খুব উপভোগ করত। তিনি আমার আগে ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হন এবং ফজলুল হক হলে থাকতেন। ভাষা আন্দোলনের সময় তিনি কারাবরণ কারেন। ইউনিভার্সিটির অন্যান্য ছাত্রদের সঙ্গে বন্ড দিতে অস্বীকার করায় তিন মাস পর জেল থেকে মুক্তি পান। পরে বড় ভাই প্রফেসর হাবিবুর রহমান তাঁকে করাচী নিয়ে যান। এর আগে তিনি ইকনমিকস এ বি এ (অনার্স) পাশ করেন। বড় ভাইয়ের ইন্তেকালের সময় সেজভাই সেখানে ছিলেন।

তার পর বড় ভাইসাহেবের বস প্লানিং কমিশনের (ডেঃ চেয়ারম্যান) জনাব মমতাজ হাসানের সহায়তায় চট্টগ্রামে একটি প্রেস স্থাপন করা হয় "লিবার্টি প্রিন্টার্স নামে"। এটি আমাদের রুমঘাটা বাড়ীর অংশে স্থাপিত হয়। শিল্প ব্যাংক পুঁজি যোগায় । এটি একটি জটিল প্রক্রিয়া ছিল। মাইজজ্যার নেতৃত্বে এ প্রজেক্ট স্থাপিত হয়। এর স্থাপনায় সাইজজ্যারও একটি ভূমিকা ছিল। সাইজজ্যা বেশ কয়েক বছর এ প্রকল্পে মাইজজ্যার সঙ্গে একত্রে কাজ করেন।

সাইজজ্যার বিয়ের ব্যাপারে আমি একটি ভূমিকা রাখি। আমি ও ফরিদা আপা সাইজজ্যার বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে মিষ্টি সহ ভাবীর বড় ভাই মাহফুজ ভাইয়ের কাছে যাই ও বিয়ের প্রস্তাব রাখি। তিনি রাজি হন। কিছুদিনের মাঝে বিয়ে অনুষ্ঠিত হয়। বিয়ের পর ভাবী ও সাইজজ্যা আমাদের রুমঘাটার পুরনো বাড়িতে থাকেন। পরে সাইজজ্যা নিজে ব্যবসা শুরু করেন। তার অনেক পরে সাইজজ্যা একটি বিখ্যাত কোম্পানি "সী-রিসোর্স কোম্পানির" ফিনান্স ডিরেক্টর পদে চাকুরীতে যোগ দেন। এ পদে থাকাকালিন তিনি কর্ম দক্ষতার পরিচয় দেন। দুঃখের বিষয় এর কিছুদিন পর সাইজজ্যা অসুস্থ হয়ে পড়েন ও আমাদের সকলকে ছেড়ে চলে যান। তবে তার আগে তিনি পূর্ণ সফলতার স্বাক্ষর রেখে যান। তাঁর মধ্যে যথেষ্ট সাহস ও দৃঢ়তা ছিল। ভাবী গ্রামের পরিবেশ পছন্দ করতেন বলে সাইজজ্যা চুনতিতে ভাবীর জন্য একটি বাড়ি তৈরি করেন।

Chunati.com
Pioneer in village based website

তাঁর ছেলেরা মায়ের অনুগত, সু-সন্তান হিসাবে ভাবীকে যথাযথ সম্মান ও যত্নের সঙ্গে দেখা শোনা করে চলছেন। সাইজজ্যার দুই ছেলে। বড় ছেলে শোভন মাহবুব শাহাবুদ্দিন (রাজ)। তিনি ঢাকা ইউনিভার্সিটির ইনিষ্টিউট অব বিজনেজ এ্যাডমিনিসট্রেশন থেকে (IBA) তে এ এম বি এ করেন। বর্তমানে বাংলাদেশ স্টিল রি রুলিনিং মিলস (BSRM) এর ন্যাশনাল সেলস এর হেড। তার স্ত্রী ওয়াশেকা আয়শা খান (এম কম চট্টগ্রাম ইউনিভার্সিটি) ব্রাঞ্চ ম্যানেজার স্ট্যান্ডার্ট চাটার্ট ব্যাংক। দ্বিতীয় ছেলে শমিত মাহবুব শাহাবুদ্দিন মাদ্রাস ইউনিভার্সিটি থেকে বি বি এ করেছেন। তিনি এখন এডভার্টাইজিং লিঃ কোম্পানির ম্যানেজিং ডিরেক্টর । তার স্ত্রী ডাক্তার আফরিন নুর চৌধুরী এম বি বি এস , এফ সি পি এস। তিনি কার্ডিও লোজিষ্ট।

Chunati.com
Pioneer in village based website

আহমেদ ফরিদ

আমার জীবনের কিছু উল্লেখযোগ্য ঘটনাঃ

১৯৫৭ সনে আমি ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে এম এ পাশ করি (ইংরেজী)। ১৯৫৯ সনের ডিসেম্বরে সিভিল সার্ভিস অব পাকিস্তান (সি এস পি) এ নিযুক্ত হই। একদিন ভোর ৫ টায় ডাক পিয়ন একটি টেলিগ্রাম নিয়ে আসে রাওয়াল পিন্ডির এস্টাবলিশমেন্ট ডিভিশন থেকে সি এস পি ক্যাডারে আমার সিলেকশনের বার্তা বহন করে। আব্বা তখন ফজরের নামায পড়ছিলেন। আমি গিয়ে টেলিগ্রামটি আব্বাকে দেখালে তিনি আল্লাহর শোকরগুজারী করেন। আম্মাকে জড়িয়ে ধরে খুশীতে চোখের পানি ফেলতে থাকেন । তিনি বলেন,

"তোমার মধ্য দিয়ে আল্লাহ আমার একটি স্বপ্ন বাস্তবায়িত করলেন আজ। আলহামদুলিল্লাহ্।"

সি এস পিতে নিযুক্তির ফলে আমার জীবনে একটি মোড় ফিরল ও আমার সামনে এক নতুন সম্ভাবনাময় দরজা খুলে গেল। এটি আল্লাহর একটি বিশেষ মেহের বানী ছাড়া আর কিছু নয়। আল্লাহর অনুগ্রহে আমার কেরিয়ারে অনেক পদে নিযুক্তির সুযোগ আসে। ফেনীর এস ডি ও এবং পাবনার এ ডি সি, আর তৎকালীন কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থ ও বানিজ্য মন্ত্রনালয়ে ডেপুটি সেক্রেটারী ও পরে কেম্ব্রিজ ইউনিভার্সিটিতে ডেভেলপমেন্ট এডমিনিষ্ট্রেশন এ পড়াশুনা করার সুযোগ লাভ করি। ১৯৭১ সনের আগষ্ট মাসে আমাকে ঢাকা বদলী করে ঢাকার ডি সি নিযুক্ত করা হয়।

Chunati.com
Pioneer in village based website

স্বাধীনতা লাভের আগে ইসলামাবাদে অনেক সিনিয়র বাংলাদেশী অফিসারের সঙ্গে ঘনিষ্ট হওয়ার সুযোগ মেলে। তার মাঝে ছিলেন সর্ব জনাব একে এম আহসান, সানাউল হক , সাইদুজ্জামান, এ.এম.এ মুহিত প্রমুখ। ১৯৭১ সনের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর কিছু দিনের মধ্যে আমার প্রমোশন হয় জয়েন্ট সেক্রেটারী পদে প্লানিং মিনিষ্ট্রিতে, এবং পরে কমার্স মিনিষ্ট্রিতে। এ সময়ে আন্তর্জাতিক বানিজ্যিক আলোচনার জন্য আমাকে ইউরোপ যেতে হয়। ১৯৭৫ সনে আমি জাতিসংঘের ইকনমিকস ও স্যোসাল কমিশন, ব্যাংককে কনসালটেন্ট হিসাবে নিযুক্তি পাই।

৮ বছর কাজ করার পর ১৯৮৩ সনে ঢাকায় ফিরে এসে বাংলাদেশ টি বোর্ডের চেয়ারম্যান পদে নিযুক্ত হই। এ সময়ে কেবিনেট ডিভিশনের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য টি বোর্ডের হেড অফিস ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম স্থানান্তর করতে সমর্থ হই অনেক বাধার মধ্যে। একই সময় ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে চৌত্রিশ মিলিয়ন ইউরোপিয়ান মুদ্রার (ইউরো) সাহায্য প্রকল্প বাস্তবায়নে বাংলাদেশের চা ফ্যাক্টিরি গুলির অভূত পূর্ব উন্নয়ন সম্ভব হয়। চট্টগ্রামের চা বাগান গুলিও এর ফলে খুব উপকৃত হয়। এর পর আমার প্রমোশন হয় বাংলাদেশ সরকারের সচিব পদে। পর্যায় ক্রমে আমি পরিকল্পনা মন্ত্রনালয়, পাট মন্ত্রনালয় এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রনালয়ে সচিব হিসাবে কাজ করি।এই সময়ে তৃতীয় পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনা রচিত হয়। পাট শিল্পের উন্নয়নের জন্য ইউরোপীয় কমিশনের সঙ্গে চুক্তি হয় তদুপরি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি যাদুঘর নির্মাণ করা সম্ভব হয়।

Chunati.com Pioneer in village based website

১৯৮৯ সনে আমি ইউএইতে (আবুদাবীতে) বাংলাদেশ এর রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত হই। এবং ইউএইর (সংযুক্ত আরব আমিরাত) এর প্রেসিডেন্ট শেখ জায়েদ বিন সুলতান আল নাহিয়ানের কোর্টের বাংলাদেশ প্রেসিডেন্ট এর বানী সহ আমার রাষ্ট্রদূত হিসাবে পরিচয় পত্র পেশ করি।

এর পর আমি দুবাইয়ের রুলার শেখ মোহাম্মদ বিন রাসেদ আল মকতুম, শারজাহর রুলার শেখ সুলতান আল কাশেমী, রাসেল খিমার রুলার শেখ সকর আল কাশেমী সহ আমিরাতের প্রত্যেকটি শাসন কর্তার সঙ্গে সাক্ষাৎ

করি। ক্রমাগত চেষ্টার ফলে বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট ও কয়েক বছর পর বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর সংযুক্ত আমিরাত সফরের ব্যবস্থা করতে সমর্থ হই।

১৯৯০ সনের ঘর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্যের জন্য সরকারী ও বেসরকারী খাতে প্রচুর সাহায্য আদায় করতে পারি। বেসরকারী ভাবে দুই কোটি টাকার সাহায্যের চেক মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর হাতে তুলে দেই। আমার স্ত্রী মহিলাদের সহযোগিতায় বিভিন্ন ফাংশন করে বাইশ লক্ষ টাকার চাঁদার চেক প্রধানমন্ত্রীর হাতে দেন। প্রবাসী বাংলাদেশীদের ছেলে মেয়েদের শিক্ষার জন্য আবুদাবী স্কুলের উন্নয়ন এবং রাসেল খিমার রুলার শেখ সকর আল কাশেমীর বদান্যতায় বাংলাদেশীদের জন্য স্কুল স্থাপনের এক খন্ড জমি আদায় করি। বাংলাদেশী প্রবাসীদের সহযোগিতা ও ঐকান্তিক চেষ্টায় আমরা একটি স্কুল স্থাপন করতে সমর্থ হই। ১৯৯৩ সনে আমি সরকারী চাকুরী থেকে অবসর গ্রহণ করি ।

Chunati.com
Pioneer in village based website

একাডেমিক একটিভিটিস

অবসর গ্রহণের পর আমি মানারাত ইন্টান্যাশনাল ইউনিভার্সিটি নামে একটি প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠা করি। নব্বই শতকে আমি একক চেষ্টায় ৬ বছর ক্রমাগত চেষ্টার পর সরকার এই প্রতিষ্ঠানের অনুমোদন দেন গুলশান এলাকায়। মানারত কর্তৃপক্ষ তার বিল্ডিং ও অন্যান্য ও সুযোগ সুবিধার দায়িত্ব নেন। আমি তার ভাইস চ্যান্সলার হিসাবে ফ্যাকাল্টি নিয়োগ ও পরিচালনার দায়িত্ব পালন করি।

এই কারণে আমি আমেরিকার ও এশিয়া বিভিন্ন স্থানে ২২ টি ইউনিভার্সিটির পরিচালনা ব্যবস্থা দেখতে যাই নিজের খরচে।

২টি বই রচনা

বর্তমানকালে বিশ্বের মুসলমানরা অনেক সমস্যার সম্মুখীন। সারা দুনিয়ার মুসলমানদের সংখ্যা এখন ১.৫ বিলিয়নের অধিক। তাঁদের পশ্চাৎপদতার কারণ গুলি বিশ্লেষণ করে তার প্রতিকারের ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন। এই লক্ষ্যে ইংরেজীতে দুটি বই লিখি ১) "ইসলামের মুখোমুখী হওয়া"- An Encounter with Islam (২) "সমসাময়িক বিশ্বে মুসলিম উম্মাহ"- Muslim Ummah In the Contemporary World. বই দুটি বাংলাদেশ ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রকাশ করে। সেগুলি দেশে বিদেশে সমাদৃত হয়।

Pioneer in village based website

রেনাসান্স ফাউন্ডেশন

প্রখ্যাত বুদ্ধিজীবিদের সঙ্গে আলোচনার পর আমি বুদ্ধিজীবীদের সহায়তায় এবং আমার স্ত্রী ও ছেলে মেয়ের সঙ্গে মিলে মুসলিম সমাজের বুদ্ধি বৃত্তির অগ্রগতির উদ্দেশ্যে রেনাসান্স ফাউন্ডেশন নাম দিয়ে একটি ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করি। সেটি সোসাইটিস এ্যাক্ট ১৮৬০ অনুযায়ী রেজিষ্ট্রেশন করা হয়। এর উদ্যোগে বেশ কয়েকটি সভা, সেমিনার, ওয়ার্কসপ অনুষ্ঠিত হয় ঢাকা ও চট্টগ্রামে। স্থায়ী অবদান রাখার উদ্দেশ্যে কয়েকটি মূল্যবান বই প্রকাশ করা হয়।

খ্যাতনামা শিক্ষাবিদ, আইনজীবী, অর্থনীতিবিদ, মেথমেটিক্যাল ফিজিক্স এর অধ্যাপক, সমাজ চিন্তাবিদ, কূটনীতিবিদ ও পাবলিক সার্ভেন্টদের লেখা সম্বলিত কয়েকটি রচনা সহ প্রকাশিত ইংরেজী বইয়ের মধ্যে একটি হল "একবিংশ শতাব্দীর বিশ্ব মুসলমান সমাজের জন্য চ্যালেঞ্জ", আরেকটি বই হল "প্রাচ্য ও পশ্চাৎ বিচার ব্যবস্থা" । প্রফেসর ডঃ মঈনউদ্দিন আহমেদ খান, প্রফেসর ডঃ নিয়াজ আহমেদ খান এবং প্রফেসর ডঃ জামাল নজরুল ইসলাম উপদেষ্টা হিসাবে সহায়তা দিয়ে এসব প্রকাশনা সম্ভব করে তোলেন। অর্থায়ানে কে. এম মাহমুদুর রহমান, মিসেস ফারজানা রহমান , মুনা ফরিদ ও আমি স্বয়ং অবদান রাখি।

Chunati.com
Pioneer in village based website

ক্যাশ ওয়াক্ফ স্কীমের বৃত্তি প্রদান

মানুষের উপকারের জন্য ওয়াক্ফ ব্যবস্থার বিধান রয়েছে ইসলামে । উদ্দেশ্য হল ওয়াক্ফ প্রতিষ্ঠাতার মাধ্যমে এই পরোপকার ব্যবস্থা অব্যাহত রাখা। এই লক্ষ্যে ফরিদ ফ্যামিলির তরফ থেকে আহমেদ ফরিদ, তার স্ত্রী নুজহাত ফরিদ, মেয়ে মুনা ফরিদ তার স্বামী মোস্তফা আহাদ এবং ছেলে আমের ফরিদ এর তরফ থেকে একটি ক্যাশ ওয়াক্ফ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এর পন্থা হিসেবে ঢাকার সোস্যাল ইসলামী ব্যাংকে একটি "ক্যাশ ওয়াকফ" একাউন্ট খোলা হয়েছে কয়েক লক্ষ টাকার। এর মূলধন ক্যাশই থাকতে হবে সব সময়। কেবল তার বাৎসরিক মুনাফা পরোপকারে খরচ করা হবে। এ জন্য বিশেষভাবে শিক্ষা বিস্তারে উৎসাহ দান করার খাতিরে চুনতীর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলো - যেমন : চুনতী মহিলা কলেজ, চুনতী হাইস্কুল, চুনতী হাকিমিয়া কামিল

মাদ্রাসা ও মহিলা মাদ্রাসার মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে নিয়মিত বৃত্তিদানের স্থায়ী ব্যবস্থা করা হয়েছে। ঢাকার সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক এর ক্যাশ ওয়াক্ফ একাউন্ট হতে বৃত্তির নির্ধারিত অংকের টাকা প্রতি বছর জানুয়ারী মাসে লোহাগড়া সোস্যাল ইসলমী ব্যাংক শাখায় পাঠান হয়। সেই ব্রাঞ্চে এই ৪টি প্রতিষ্ঠানের নামে ৪টি একাউন্ট খোলা হয়েছে। যেন তারা পাঠানো বৃত্তির টাকা তুলে নিয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বৃত্তি প্রাপ্ত মেধাবী ছাত্র ছাত্রীদের মাঝে বিতরণ করতে পারেন। প্রতিষ্ঠান গুলোর প্রধানরা সিদ্ধান্ত নেন কারা কারা বৃত্তি পাবে। সে সব শিক্ষার্থীদের অবশ্যই জিপিএ ৫ বা তার কাছাকাছি গ্রেড পেতে হবে। প্রতি জনকে ৬০০ টাকা হিসেবে প্রতিটি প্রতিষ্ঠানকে ১০-১২ টি করে বৃত্তি দেয়া হয় মোট ৪২টি বৃত্তি। আমাদের তরফ থেকে ভাই আলো মাষ্টার ও ঝুনুভাই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলোর প্রধানদের সঙ্গে এ প্রক্রিয়ার সমন্বয় সাধন করেন।

Chunati.com
Pioneer in village based website

আমার স্ত্রী নুজহাত ফরিদ

আল্লাহ আমাকে অনেক অনুগ্রহ করেছেন। তার মধ্যে তাঁর একটি বিশেষ অনুগ্রহ হল আমার স্ত্রী নুজহাতকে আমার জীবনের সঙ্গে গেঁথে দেওয়া। তাঁর পিতা জনাব এয়াকুব আলী রিজভী উত্তর ভারতের মসহুর শহর লক্ষ্ণৌ এর সেশন জাজ ছিলেন। তাঁর মা রাজিয়া বেগম মহারাজা অব জাহাঙ্গীরাবাদ স্যার এজাজ রসুল খানের ভাগ্নী। আমি এ জন্য সবচেয়ে খুশি যে, নুজহাত ফরিদ অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে আমার পরিবেশ ও পরিবারের সকলের সঙ্গে সহজ ভাবে মিশে গেছেন। আমার বন্ধু বান্ধব এবং আত্নীয় স্বজনরা সকলে

নুজহাতকে পছন্দ করেন ও তাকে নেহাৎ আপনজন মনে করেন। তিনি তাদের সকলের সঙ্গে সহযোগিতা ও যার প্রয়োজন তাকে সাহায্য করার জন্য সব সময় প্রস্তুত। পরিবারের সবাই তাকে সুখ দুঃখের সাথী হিসাবে সব সময় পেয়েছেন। আমার কাছে তিনি কোন দিন কিছু দাবি করেন নি। আমার পক্ষে যখন যতটুকু তাকে দেয়া সম্ভব হয়েছে তাতেই তিনি সবসময় সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। স্বচ্ছলতার সময় মিতব্যয়ী এবং অস্বচ্ছলতার সময় ভেঙ্গে পড়েন নি। আমার পরিবারের কল্যাণকে তিনি নিজের চাওয়া পাওয়ার উপরে সব সময় অগ্রাধিকার দিয়েছেন। সবাইকে অকৃত্তিম ভালবাসা দিয়েছেন।

আমার সন্তানরা

আমার দুই সন্তান। মেয়ে মুনা ফরিদ এবং ছেলে আমের ফরিদ। তারা আমেরিকায় চলে যায় উচ্চতর শিক্ষা লাভের জন্য।

Chumati.com
based website

মুনা ফরিদ

শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ

(ক) ভেন্ডারবিল্ট ইউনিভার্সিটি ল'স্কুল (টেনেসি, আমেরিকা) থেকে গ্র্যাডুয়েশনঃ জুরিস ডক্টর।

(খ) রেন্ডলফ মেকনস ইউমেন্স কলেজ (আমেরিকা)

বি এ ইন্টারন্যাশনাল রিলেশনস।

ম্যাগনা কাম লড (ইন্টারন্যাশনাল রিলেশনস)।

ফি বেটা কাপ্পা স্কলারশিপ (চার বছর) ।

এগুলি আমেরিকান কলেজের অতি উচ্চতর একাডেমিক সম্মান।

(গ) স্কলারশিপ বিজিং ল্যাংগুয়েজ ইনষ্টিটিউট (চায়না)

ইন্টারন্যাশনাল কর্পোরেট এক্সপিরিয়েন্স

(ক) ন্যাসডাক দুবাই লিঃ দুবাই

(দুবাই ইন্টারন্যাশনাল ফাইনানসিয়াল এক্সচেঞ্জ)

সিনিয়র লিগ্যাল কাউন্সেল (২০০৫-২০০৭)।

দায়িত্বঃ

সবরকম আইনগত ও রেগুলেটরী ব্যাপারের ব্যবস্থাপনা। প্রধান আইন উপদেষ্টা বোরজ দুবাই লিঃ।

ক) ইউনিলিভার্স বাংলাদেশ লিমিটেডঃ ম্যানেজার লিগ্যাল এবং কর্পোরেট রেগুলেটরী রিলেসন্স ২০০৩-২০০৫।

Chunati.com
Pioneer in village based website

দায়িত্বঃ

হেড অফ লিগ্যাল আইনগত এবং নিয়ন্ত্রন মূলক কাঠামো সৃষ্টি। মূল দায়িত্ব রিস্ক এসেসমেন্ট লিগ্যাল। রিভিউ কন্ট্রাক্ট আলোচনা লিটিগ্যাশন ইত্যাদি।

গ) পল, ওয়াইস, রিপকিন, হোয়ার্টন, গ্যারিসন (নিউ ইউর্য়ক ল'ফার্ম) ২০০১-২০০৩ এসোসিয়েট । একই কোম্পানি হংকং এসোসিয়েট ১৯৯৯-২০০০।

ঘ) ক্যালিড্রাই এন্ড ওয়ারেন্ড নিউইয়র্ক ১৯৯৪-১৯৯৯ এসোসিয়েট।

ঙ) বর্তমান দায়িত্বঃ

রেকিটবেন কিজার কোং লিঃ। রিজিওনাল ডাইরেক্টর (লিগ্যাল) সাউথ এশিয়া, আফ্রিকা এবং মিডল-ইস্ট ।

মুনার স্বামীঃ মোস্তাফা এ আহাদ (এমবিএ) এসোসিয়েট ডাইরেক্টর দুবাই ইন্টারন্যাশনাল ফাইনানসিয়াল সেন্টার অথরিটি।

আমের ফরিদ

বি.এ ইন্টারন্যাশনাল এ্যাফেয়ার্স, ইউনিভার্সিটি অব মেইন (আমেরিকা) । আমের বর্তমানে হাবিব ব্যাংকের এ জি জুরিখ সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং হেড অব গ্লোবাল বিজনেজ টেকনোলজি ডিভিশন, দুবাই। তার অতিরিক্ত দায়িত্ব সেক্রেটারী আইটি স্টিয়ারিং কমিটি। অন্যান্য দায়িত্বের মধ্যে আছে গ্রুপ হেড, ইলেক্ট্রনিক ডেলিভারি চেনেল। ম্যানেজিং ডাইরেক্টর Bilogic System Inc দুবাই। হেড অব HB2 গ্রুপের spin-off টেকনোলজি কোম্পানি নানাবিধ আন্তর্জাতিক বিজনেস স্ট্রেটিজী ও টেকনোলজি পরিচালনায় ব্যাপক অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন।

Pioneer in village based website

অগিল্‌ভী এন্ড মাথার/ অগিল্‌ভী ইন্টার এক্টিং নিউইয়র্ক-পার্টনার ও ডাইরেক্টর বিজনেস প্রাকটিস অরিয়েন্টেশন-গ্লোবাল নেটওয়ার্ক ইন্টারন্যাশনাল এল এল সি নিউইয়র্ক ভাইস প্রেসিডেন্ট। গ্লোবাল স্ট্রেটেজি এন্ড বিসনেজ ডেভলপমেন্ট ক্রেডিট, এগ্রিকোল, ইন্ডোসুয়েভ ক্যাপিটাল সিকিউরিটিস নিউইয়ার্ক। এসোসিয়েট, ইনিস্টিটিউশনাল সেলস এন্ড ট্রেডিং এশিয়ান ইকুইটিস। ক্রেডিট এগ্রিকোল ইনডোসুয়েজ W.I Carr Securities ফারইস্ট। এনালিস্ট ইকুইটি রির্সাচ। আন্তর্জাতিক বিসনেজ স্ট্রেটেজি ও টেকনোলজি অভিজ্ঞতা। ব্যাংকিং মোবাইল কম্পিউটিং নিউ মিডিয়া সেলস এন্ড মার্কেটিং ক্রিটিক্যাল

বিশ্লেষণ মূলক কারিগরী ব্যুতপত্তি , গ্লোবাল স্ট্রেটেজি সৃষ্টি ও প্রয়োগ এবং প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট।

আমেরিকার ইউনিভার্সিটি অব মেইন থেকে বি এ ডিগ্রী ইন্টারন্যাশনাল এফেয়ার্স লাভ করার পর আমের সরাসরি কর্ম জীবনে প্রবেশ করেন। পর্যায়ক্রমে তিনি কাজ করেন ঢাকা, নিউইয়ার্ক, হংকং, ভেনকুভার , জুরিক, ব্যাংকক, ভারত ও পাকিস্তানের দিল্লি, লাহোর, ইসলামাবাদ ও করাচী সহ আমেরিকা, ইউরোপ, দক্ষিণ এশিয়া, কানাডা, দূরপ্রাচ্য ও মধ্যপ্রাচ্য এলাকায়। কর্পোরেট বডীগুলোতে নানাবিধ ভূমিকায় কাজের বিস্তৃত আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন।

Chunati.com
Pioneer in village based website

আমাদের বোনোরা

জওশন আরা রহমান (বুলবুল)

স্বামী কবি মাহবুব উল আলম চৌধুরী একুশের প্রথম কবিতা "কাঁদতে আসিনি, ফাঁসির দাবী নিয়ে এসেছি" এর রচয়িতা । জওশন আরা রহমান (বুলবুল) বাংলাদেশের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ মহিলাদের একজন। বিচিত্র অভিজ্ঞায় সমৃদ্ধ তাঁর কর্মময় জীবন। সারা জীবনে সমাজের বিভিন্ন উন্নয়ন ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখার জন্য তিনি "অনন্যা বাৎসরিক সম্মাননা পদক ২০১২" লাভ করেন।

Chunati.com
Pioneer in village based websi

শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ ১৯৫৮ সনে চট্টগ্রাম গভঃ কলেজ থেকে বি.এ, ১৯৬৪-১৯৬৫ সালে কলম্বপ্লান স্কলারশীপ নিয়ে নিউজিল্যান্ডের ওয়েলিংটন ভিক্টোরিয়া ইউনিভার্সিটি থেকে সোস্যাল সায়েন্স এ পোস্ট গ্র্যাডুয়েট ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯৬৮ সনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে সোস্যাল ওয়েলফেয়ার থেকে এম.এ পাশ করেন।

বিভিন্ন ক্ষেত্রে তার অবদান

- চীফ, উইমেন্স ডেভেলপমেন্ট ইউনিট (ইউনিসেফ ঢাকা)
- চীফ প্রোগ্রাম প্লানিং এন্ড মনিটরিং সেকশন (ইউনিসেফ বাংলাদেশ)
- প্রধান ভূমিকা পালন ম্যাক্রো চ্যাপ্টার অন উইমেন্স ইন ডেভলপমেন্ট ৪র্থ পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা। ইউনিসেফ থেকে অবসর গ্রহণ করেন অক্টোবর ১৯৯৬।
- গুরুত্বপূর্ণ রোল ফর ইনকরপোরেশন অব সোস্যাল ডেভলপমেন্ট কম্পোনেন্ট, গ্রামীণ ব্যাংক।
- পরিকল্পনা মন্ত্রনালয়ের শিশু উন্নয়ন ম্যাক্রো চাপ্টার অন্তর্ভুক্তিকে সহায়তা দান, পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা।
- কনসালটেন্ট ইউনিসেফ, মহিলা ও শিশু মন্ত্রনালয়।
- মেম্বার ট্রাস্টি বোর্ড, গণ বিশ্ববিদ্যালয়।
- মেম্বার, বোর্ড অব ডাইরেক্টরস গ্রামীণ শিক্ষা।
- মেম্বার গ্রামীণ ট্রাষ্ট।

Pioneer in village based website

- মেম্বার বাংলাদেশ ন্যাশনাল কাউন্সিল ফর উইমেন্স ওয়েলফেয়ার ।
- মেম্বার ন্যাশনাল এডুকেশন এ্যাডভাইজারী কাউন্সিল ।
- আজীবন সদস্য চট্টগ্রাম সমিতি।

তিনি "একটি অজানা মেয়ে" নামে একটি স্মৃতি কথা লিখেছেন।

তাঁর একমাত্র কন্যা সাফিনা আহমেদ প্লে-পেন স্কুলের ভাইস প্রিন্সিপ্যাল, এ্যাডমিনিষ্ট্রেশন। তাঁর স্বামী ইসতিয়াক আহমেদ একজন আর্কিটেক্ট।

জাহান আরা ইসলাম (জুবলী)

তাঁর স্বামী প্রফেসর রফিকুল ইসলাম। আমাদের আট ভাই বোনের সকলের ছোট জাহানারা ইসলাম (জুবলী)। তিনি অমায়িক, সহজ সরল ও নিঃস্বার্থ পরায়ন। তিনি ইউনিভার্সিটি ল্যাব্রটরী স্কুলের শিক্ষিকা ছিলেন। জুবলী বাংলা ভাষায় বিশেষ দক্ষতা অর্জন করেছে। এক্ষেত্রে তিনি আমার প্রতিভাময়ী মায়ের যোগ্য উত্তরসূরি। তিনি টিভি ও রেডিওতে নিয়মিত রবীন্দ্র সংগীত গাইতেন। তাঁর স্বামী অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম বাংলাদেশের একজন নাম করা শিক্ষাবিদ । তিনি ঢাকা ইউনিভার্সিটির বাংলা বিভাগের প্রফেসর ও নজরুল অধ্যাপক ছিলেন। ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে অতি কৃতিত্বের সঙ্গে অধ্যাপনার পর তিনি অবসর গ্রহণ করেন । তার পর ইউনিভার্সিটি অব লিবারাল আর্টস এর ভাইস চেন্সলরের দায়িত্ব পালন করেন। ভাষা আন্দোলন, স্বাধীনতা সংগ্রাম, ভাষাতত্ত্ব এবং কাজী নজরুল ইসলাম প্রভৃতি বিষয়ে অনেক গবেষণা গ্রন্থ রচয়িতা। তাঁর অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ তিনি বাংলা একাডেমী পুরস্কার, নজরুল পুরস্কার, একুশে পদক এবং স্বাধীনতা পুরস্কার লাভ করেন।

তাঁদের সন্তানঃ মেয়ে মেঘলা ও ছেলে বর্ষণ। উভয়ই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাষ্টার্স ডিগ্রীধারী। মেঘলা সাউথব্রীজ স্কুলের শিক্ষিকা, বর্ষণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কর্মরত।

বড় আপার ও ছোট আপার ছেলে মেয়ে

বড় আপার স্বামী মরহুম মোতাহার হোসেন চৌধুরী নামকরা শিক্ষক ও সাহিত্যিক ছিলেন। তাদের এক ছেলে এক মেয়ে। জাহেদ হোসেন (ছবি) সমুদ্র গামী জাহাজের প্রাক্তন ক্যাপটেন । মেয়ে জাকিয়া হোসেন (সেবু) চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমএ পাশ করেন। বড় আপা রুমঘাটার নিজ বাড়ীতে ইন্তেকাল করেন। মেজ আপার ছেলে জাহাঙ্গীর, আলমগীর, মেয়ে পারুল, সেলিনা ও খুবরু। জাহাঙ্গীর ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংকের সাবেক ব্যাংক ম্যানেজার। পারুল সরকারী কলেজে অধ্যাপনা করেন। ছোট আপার স্বামী অধ্যাপক আব্দুল ওলী দৌলতপুর কলেজের লেকচারার ছিলেন।

আম্মা এবং ফুফু আম্মা

আম্মা এবং ফুফু আম্মার জীবন তকদির এক সূত্রে গেঁথে দিয়েছে। আম্মা ডেপুটি পরিবারের মেয়ে। এদিকে ফুফু আম্মা মুনসেফ পরিবারের মেয়ে। প্রায় একই সময় তাঁদের বিয়ে হয়। আম্মার সঙ্গে আব্বার বিয়ে হয়ে আম্মা ডেপুটি বাড়ী থেকে মুনসেফ বাড়িতে চলে আসেন। আর বড় মামা (যিনি আম্মার বড় ভাই) তাঁর সঙ্গে বিয়ে হয়ে আমার ফুফু আম্মা ডেপুটি বাড়ীতে চলে যান।

বড় মামা জনাব কবির উদ্দিন আহমদ ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। আর আমার আব্বা ছিলেন ডিস্ট্রিক্ট রেজিষ্ট্রার। মামা ও বড় ফুফুর ছেলেরা হলেন আফতাব ভাই, মন্টু ভাই, ঘেন্টু ভাই, মানিক ভাই, কালু ভাই ও ঝিনু ভাই। আফতাব ভাই ছিলেন জাজ এডভোকেট জেনারেল অব আর্মি। ঝিনু ভাই আমিন আহমেদ খান মহিলা কলেজের অধ্যাপক ও প্রিন্সিপাল ছিলেন। মানিক/শফিক আহমেদ ছিলেন ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টে ডিপুটি রেঞ্জার। তিনি খুব ব্রিলিয়ান্ট ছাত্র ছিলেন। অপেক্ষাকৃত কম বয়সে ক্যান্সার আক্রান্ত হয়ে ইন্তেকাল করেন। তাঁর উপযুক্ত সন্তান প্রফেসর ডঃ নিয়াজ আহমেদ খান । ঢাকা ইউনিভার্সিটির পাবলিক এডমিনিস্ট্রেশন ডিপার্টমেন্টে প্রফেসর এবং অক্সফোর্ড উইনিভার্সিটির ভিজিটিং প্রফেসর। তদুপরি প্রফেসর খান UNDPর অনেক প্রজেক্ট এর কনসালটেন্ট।

Chunati.com
Pioneer in village based website

ফুফু আম্মার মেয়েরা

শামশু আপা, লাইলি আপা, রওশনারা, সেতারা, জোহরা, বুলু এবং বেনু ভাবী যিনি আমাদের মেজ ভাইয়ের স্ত্রী। মেজ ভাবী (বেনু ভাবী) নন্দন ও কাননের মা।

এভাবে একের পর এক নব নব প্রজন্মের উৎপত্তি, প্রসার ও জীবন ধারার খন্ড খন্ড চিত্র উপরে আঁকা হয়েছে। বিস্তারিত প্রেক্ষিতে তাদের চলমান জীবনধারাকে মনে হবে যেন কোন ঐতিহাসিক নাটকের এক একটি খন্ডিত, চলমান দৃশ্য। তবে যে সত্যটি এর মধ্য দিয়ে প্রতীয়মান হয় তা হলো এই যে

একটি মুসলিম পরিবার তার সন্তান সন্ততিদের উপযুক্ত শিক্ষাদীক্ষা ও মানস গড়নের মূল ভিত্তি রচিত করতে পারে তাদের বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ ও মনে নৈতিক চেতনা সৃষ্টি করে।

নতুন প্রজন্ম আল্লাহর শোকর আদায় করবে তাদের এই পরিবারে জন্মের সুযোগ দেওয়া জন্য। এবং তারা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করবে আল্লাহ যে অনুগ্রহ তাদের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী প্রজন্মের প্রতি দেখিয়েছেন তার জন্য। তারা আল্লাহর কাছে সবসময় নিবেদন করতে থাকবে যেন তিনি আমাদের সবাইকে ক্ষমা করেন এবং তাঁর অপার করুণা ধারায় এই পরিবারের সবাইকে ঘিরে রাখেন (আমিন)।

Chunati.com
Pioneer in village based website

এই ছিল শকুর আলী মুন্সেফ পরিবারের মুখতাসার কাহিনী।

তামামশুধ